মুজিবনগরে কেদারগঞ্জ বাজারে সুলভ মূল্যে সবজি বিক্রয়ের উদ্বোধন

মুজিবনগরে কেদারগঞ্জ বাজারে উপজেলা প্রশাসনের সুলভ মূল্যে সবজি বিক্রয়ের উদ্বোধন করেছেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার খাইরুল ইসলাম।

আজ রবিবার বিকেলে উপজেলার কেদারগঞ্জ বাজারে, উপজেলা কৃষি অফিস, উপজেলা প্রাণীসম্পদ, অফিস ও উপজেলা যুব উন্নয়ন অফিসের সহযোগিতায় এবং উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে এই সুলভ মূল্যের সবজি বাজার চালু করা হয়েছে।

সুলভ মূল্যের এই বাজারে পেয়াজ রসুন কাঁচা মরিচ আলু ফুলকপি মুলা লাউ বেগুন সহ বিভিন্ন ধরনের সবজি প্রতিদিন সুলভ মূল্য বিক্রয় করা হবে।

সুলভ মূল্যের বাজার চালুর বিষয়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসার বলেন বাজারের দ্রব্যের উর্ধ্বগতি নিয়ন্ত্রণে সুলভ মূল্যের এই বাজার স্থাপন করা হয়েছে। এখানে সরাসরি কৃষকদের সাথে সবজি ক্রয় করে সাধারণ মানুষদের মাঝে বিক্রয় করা হবে। এখানে কোন মধ্যসত্যভোগি থাকবে না ফলে মানুষ সুলভ মূল্যে সবজি ক্রয় করতে পারবে। তিনি কৃষকদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন, আপনারা আপনাদের শাক সবজি আমাদের কাছে সরাসরি ন্যায্য মূল্য বিক্রয় করেন। আমরা সেগুলো ন্যায্য মূল্যে ভক্তাদের মাঝে বিক্রয় করব এই কর্মসূচি যতদিন বাজারের দ্রব্যমূলের উর্ধ্বগতি থাকবে ততদিন অব্যাহত থাকবে।

কেদারগঞ্জে এম বি আর বাজার জামে মসজিদ নির্মাণ কাজের

উদ্বোধন

মুজিবনগরের কেদারগঞ্জ এমবিআর বাজার সাপ্তাহিক হাট সংলগ্ন জামে মসজিদ নির্মাণ কাজের শুভ উদ্বোধন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ সোমবার (২৮ অক্টোবর) সকাল ১১ টার সময় অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে কেদারগঞ্জ বাজার সাপ্তাহিক হাট সংলগ্ন মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স এর পাশে জামে মসজিদ এর নির্মাণ কাজের শুভ উদ্বোধন করেন, মুজিবনগর মুজিবনগর থানা অফিসার ইনচার্জ ওসি মিজানুর রহমান, মুজিবনগর উপজেলা বিএনপির সভাপতি সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান আমিরুল ইসলাম, মেহেরপুর জেলা জামাতের আমির মাও: তাজউদ্দিন খান এবং জামে মসজিদ নির্মাণ কমিটি ও এমবিআর বাজার কমিটির সভাপতি আব্দুল হামিদ।

এ সময় মসজিদের নির্মাণ কাজ সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে সম্পূর্ণ করার জন্য মহান আল্লাহ তাআলার নিকট দোয়া ও সাহায্য প্রার্থনা করা হয়।

এমবিআর বাজার জামে মসজিদের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে অতিথিরা বলেন, আল্লাহর ঘর নির্মাণে সমাজের বিত্তবান মানুষজনকে এগিয়ে আসতে হবে। যার যতটুকু সামর্থ্য আছে সে অনুযায়ী সহযোগিতা করতে হবে। আসুন আমরা সবাই মিলে এই আল্লাহর ঘর নির্মাণে সহযোগিতা করি।

এ সময় মসজিদ নির্মাণ কমিটির সভাপতি আব্দুল হামিদ সকল ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের প্রতি মসজিদ নির্মাণে সকলের কাছে সহযোগিতার আহ্বান জানান এবং যারা সহযোগিতা করতে চান তারা যেন সরাসরি অথবা অগ্রণী ব্যাংক মুজিবনগর শাখা সঞ্চয় হিসাব নং-৯৭২৬, অনলাইন নং- ০২০০০০৯৪৫৬১৩২ নম্বরে দানের টাকা জমা দেন অথবা আঃ হামিদ (সভাপতি), মোবাঃ ০১৭১৫-৮৪৯৩৮৪ মতিরুল ইসলাম (কোষাধ্যক্ষ), ০১৭২১-৭১৭৯৭৬ নাম্বারে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করেন।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা যুবদলের সদস্য সচিব ও কেদারগঞ্জ এমবিআর বাজার কমিটির সাধারণ সম্পাদক আনোয়ারুল ইসলাম, মাও:আব্দুল লতিফসহ এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ এবং কেদারগঞ্জ এমবিআর বাজার কমিটির সদস্যবৃন্দ ও ব্যবসায়ীবৃন্দ।

গভীর নলকুপ রেখেই এলজিইডির অপরিকল্পিত নির্মাণ কাজ অব্যাহত

চুয়াডাঙ্গা শহরের কেদারগঞ্জ মডেল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান ফটক অপরিকল্পিতভাবে নির্মাণ করা হচ্ছে বলে অভিযাগ পাওয়া গেছে। চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা এলজিইডি এ কাজ বাস্তবায়ন করছে ঠিকই কি ‘অপরিকল্পিত নির্মাণ’ দায় নিতে চাচ্ছেনা উপজেলা প্রকৌশলী।

চুয়াডাঙ্গা এলজিইডি নির্বাহী প্রকৌশলীর দপ্তরের তথ্য মতে, চুয়াডাঙ্গা জেলার সরকারী ও বে-সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের উন্নয়ন কাজে ৩টি প্রকল্পের মাধ্যমে চলমান রয়েছে এবং শেষ হয়েও গেছে। চাহিদা ভিত্তিক সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যম ১৭ কোটি ৯৬ লাখ ২৮ হাজার টাকা ব্যয়ে জেলার ৪টি উপজেলায় ৩৬টি প্যাকেজের মধ্যে ৩১টি কাজ শেষ হয়েছে,চলমান রয়েছে আরও ৫টি। চাহিদা ভিত্তিক বে-সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যম ১৬ কোটি ৬ লাখ ২ হাজার ১৪০ টাকা ব্যয়ে ৪টি উপজেলায় ২৩টি প্যাকজের মধ্য ২২টি কাজ শেষ হয়েছে,চলমান রয়েছে ১টি। প্রাথমিক ভবন উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে ৪৬ কোটি ৭৪ লাখ ১৩ হাজার টাকা ব্যয়ে ১৩২টি প্যাকজের মধ্যে ৬৭টি কাজ শেষ হয়েছে,চলমান রয়েছে আরা ৬৫টি কাজ।

প্রাথমিক ভবন উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় শহরের কেদারগঞ্জ মডেল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান ফটকে চলমান নির্মাণ কাজ অপরিকল্পিতভাবে হচ্ছে বলে অভিযাগ পাওয়া গেছে। নির্মাণাধীন ফটকের যাতায়াতের মাঝখানে জনস্বাস্থ্য প্রকশৌলী অধিদপ্তরের একটি গভীর নলকুপ (তারা ডেভ হেড) রয়েছে। ওই নলকুপটি না সরিয়েই চলছে নির্মাণ কাজ। নলকুপটি না সরিয়ে ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানকে নির্মাণ কাজের অনুমতি দেওয়ায় বিস্ময় প্রকাশ করে, কাজ দেখভাল নিয়েও প্রশ্ন দেখা দিয়েছে জনমনে।
চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা এলজিইডির প্রকৌশলী আক্তার হোসনকে সরকারী কাজে এমন অবহেলার জন্য দায়ী

করেছে নাম প্রকাশ না করা শর্তে অনকে। এ কাজের প্রাক্কলন করার সময় ফটকের মাঝখানে নলকুপটি বসানো থাকলেও তা কিভাবে নজর এড়ালো তা

প্রশবিদ্ধ? স্থানীয় কয়েকজন বাসিন্দা নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, এ কাজটি বিদ্যালয়ের পাশে কেদারগঞ্জপাড়ার ক্ষমতাসীন দলের একজন নেতা করছে। কারনে চোখের সামনে অপরিকল্পিতভাবে কাজটি করলেও তা বলা যাচ্ছেনা। ওই বাসিন্দারা আরও বলেন, প্রকাশ্য শহরের মধ্যে যদি এলজিইডি এ ধরনের কাজ করাতে থাকে, তাহলর যেখানে দেখার কেউ নেই সেখানে এ দপ্তরের প্রকৌশলীরা কাজগুলো কিভাবে বাস্তবায়ন করে ?

নির্মাণাধীন ফটকের মাঝখানে গভীর নলকুপ বসানো থাকা অবস্থায় কিভাবে কাজ চলছে,এমন প্রশ্নের জবাবর ওই বিদ্যালয়র প্রধান শিক্ষিকা শিরিনা আক্তার বলেন,এ নির্মাণ কাজ চলমান থাকলেও আমাকে কিছুই জানানো হয়নি। কাজ কিভাবে চলছে তা আমাদের জানা নেই।

এ বিষয় চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা এলজিইডির প্রকৌশলী আক্তার হোসেন বলেন, বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা পরিষদের দেখিয়ে দেওয়া স্থানই এলজিইডি কাজের বাস্তবায়ন করে। সে কারনে এ ক্ষেত্রে কিছুই করার নেই। তারা যেখান কাজটি করতে বলেছে সেখানই ফটক নির্মাণ কাজ করা হচ্ছে।

চুয়াডাঙ্গা জনস্বাস্থ্য প্রকৌশলী অধিদপ্তরের নির্বাহী প্রকৌশলী মোহাম্মদ শেখ ফরিদ বলেন, গভীর নলকুপ রেখই ফটক নির্মাণ কাজ অব্যাহত থাকলেও বিদ্যালয় বা এলজিইডির তরফ থেক নলকুপটি সরিয়ে নেয়ার জন্য কোন আবদেন করা হয়নি। আবেদন করলে আমরা যথাযথ ব্যবস্থা নেব।

চুয়াডাঙ্গা এলজিইডি নির্বাহী প্রকৌশলী জাহাঙ্গীর আলম বলেন, বিষয়টি জানা ছিলোনা। এটা সমাধানর ব্যবস্থা গ্রহন করবো।

মুজিবনগরে কেদারগঞ্জ হাটের মার্কেট উদ্বোধন

দেশব্যাপী গ্রামীণ বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ২ কোটি ৪ লক্ষ ৮ হাজার ৭৬৭ টাকা ব্যায়ে নির্মিত মুজিবনগর উপজেলার কেদারগঞ্জ হাটের জেলা পরিষদ মার্কেট ভবনের উদ্বোধন করা হয়েছে।

কেদারগঞ্জ হাটের মার্কেট ভবন নির্মাণ করা হয়েছে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের বক্তব্যে জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী বলেন, আপনারা অনেক সরকারকেই দেখেছেন। বর্তমান সরকারের মত এত উন্নয়ন আর কোন সরকার করেনি। আওয়ামী লীগ সরকারের উন্নয়ন সারা বাংলাদেশের জনগণের দৌড়গোড়ায় পৌঁছে গেছে। আওয়ামী সরকার মুজিবনগর উপজেলায় ব্যাপক উন্নয়ন করেছে । তাই এ সরকারের উন্নয়ন ধারা অব্যাহত রাখতে হলে কোন গুজবে কান না দিয়ে সরকারের পক্ষে থাকুন। নৌকায় ভোট দিয়ে দেশ ও জাতির কল্যাণে কাজ করুন।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও গাংনী উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান এমএ খালেক, মেহেরপুর এলজিইডির নির্বাহী প্রকৌশলী সাখাওয়াত হোসেন, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা) লিউজা উল জান্নাহ, মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা অনিমেষ বিশ্বাস, মুজিবনগর থানার ওসি মেহেদী রাসেল, মুজিবনগর উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি রফিকুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক আবুল কালাম আজাদ, বাগোয়ান ইউপি চেয়ারম্যান আয়ুব হোসেন, দারিয়াপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মাহবুবুর রহমান রবি, মোনাখালী ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান মফিজুর রহমান , উপজেলা কৃষক লীগের সভাপতি জাহিদ হাসান রাজিব।

এক ঘন্টার বৃষ্টিতে পানিতে ভাসল ব্যবসায়ীদের সব্জী

দীর্ঘ অনাবৃষ্টির পর এক ঘন্টার ঝুম বৃষ্টিতে তলিয়ে গেলো মুজিবনগরের কেদারগঞ্জ সাপ্তাহিক হাট।

কেদারগঞ্জ হাটের ইজারাদার ও স্থানীয় ইউপি সদস্য রাকিবুল ইসলাম বলেন, বেলা ১২ টার দিকে সব্জী ও মাছ ব্যবসায়ীরা প্রতিদিনের মতই ব্যবসা শুরু করেন। স্থানীয় ক্রেতারাও আসতে শুরু করেন হাটে। বেচা কেনা যখন জোরে শোরে শুরু হয়েছে। বেলা ৩ টার দিকে ঝুম বৃষ্টি

শুরু হয়ে প্রায় ঘন্টা ব্যাপি চলে। বৃষ্টির সময়ে ব্যবসায়ীরা তাদের চোটের মালামাল তুলে নিয়ে নিরাপদ স্থানে আসতে পারেনি। ব্যবসায়ীদের আলু, পটল, কাঁচা মরিচ, শাক সব্জীসহ অন্যান্য কাঁচা মাল হাটু পানিতে ভাসতে থাকে।পরে ৪ টার দিকে বৃষ্টি থেমে গেলেও হাটু পানি জমে থাকে হাটে। কোনো উপায়ন্তর না পেয়ে হাটু পানিতে দাঁড়িয়ে ক্রেতা ও বিক্রেতারা ক্রয় বিক্রয় চালিয়ে নেন।

তিনি অভিযোগ করেন, সরকারকে প্রতি বছর ভ্যাটসহ প্রায় ৩ লাখ টাকা দিয়ে হাট ডাকতে হয়। অথচ, হাটের কোনো উন্নয়ন নেই। এখানে সরকারিভাবে একটি টিউবওয়েল ও দুই টি গণসৌচারাগর স্থাপন করা হলেও টিউবওয়েল ও সৌচাগার অকেজো হয়ে যাওয়ায় ক্রেতা বিক্রেতারা উভয়ে সমস্যায় পড়ছে প্রতিনিয়ত। হাটটিতে প্রায় ৩ শতাধিক ব্যবসায়ী ব্যবসা করলেও এখ্যানে শেড রয়েছে মাত্র একটি। যেখানে মাত্র কয়েকজন সব্জী বিক্রেতা ব্যবসা করতে পারেন।অনেক আগে হাটের মধ্যে মাত্র একটি ড্রেন নির্মাণ হলেও সেটি এখন আর পানি নি:স্কাশন হয়না। মাছ ব্যবসায়ীদের ময়লা পানি যাওয়ার ফলে ড্রেনটি প্রায় মৃতু হয়ে পড়েছে।এবিষয়গুলো নিয়ে মুজিবনগর ইউএনওকে বারবার মৌখিক আবেদন করার পরেও হাটটির উন্নয়নে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি।

সব্জী ব্যবসায়ী সাইফুল ইসলাম বলেন, প্রায় ২৫ বছর ধরে এই হাটটিতে ব্যবসা করছি আমি।এই প্রথম হাটটি পানিতে ডুবে গেছে। এখানে একটি ড্রেন থাকলেও মৎস্য আড়তের ময়লা পানি ফেলার ফলে ড্রেনটি প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে। এটি সংস্কার করার দাবী করেন এই ব্যবসায়ী।মাছ ব্যবসায়ী নাজিরাকোনা গ্রামের জহির হোসেন বলেন, আমি এই হাটে বসে ২৫ বছর মাছের ব্যবসা করি। এই প্রথম হাটু পানি জমে যাওয়া দেখলাম। তিনি বলেন, এখানে নিয়মিত কর দিলেও কোনো উন্নয়ন চোখে দেখিনি। হাটে পানি জমার কারণে ক্রেতা আসছেনা। আজকে বেচাকেনাও নেই।

স্থানীয় ক্রেতা বাগোয়ান গ্রামের নুরুল ইসলাম বলেন, সব কিছুই ভিজে গেছে। এই ঝাল পেয়াঁজ কিনলে রাতের মধ্যেই পচে নষ্ট হয়ে যাবে।

মানিকনগর গ্রামের ক্রেতা রসুল শেখ বলেন, কাঁদার মধ্যে বাজার করা সম্ভব নয়। এছাড়া পানির উপর ভাসছে আলু পটুলসহ অন্যান্য সব্জী। এই সব্জী কিনে বাড়িতে নিয়ে যাওয়া যাবেনা। তাই বাজার না করেই ফিরে যাচ্ছি।